দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৬ কলাম

জেলা অথবা বিভাগভিত্তিক গ্রন্থমেলা আয়োজন করা হোক

● মোহাম্মদ শরীফ

চলছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা। এটি বাঙালির প্রাণের মেলা। ক্ষুদ্র পরিসরে যে গ্রন্থমেলার যাত্রা শুরু হয়েছিল, সময়ের হাত ধরে তা এখন বিস্তৃত হয়েছে। নানা কারণে এই গ্রন্থমেলা তাৎপর্যমণ্ডিত। শুধু বই বিক্রি নয়—লেখক, পাঠক, দর্শক ও প্রকাশকদের মধ্যে গ্রন্থমেলা এক সেতুবন্ধ রচনা করেছে। প্রতি বছর গ্রন্থমেলায় প্রবীণ ও নবীন লেখকদের বই প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, প্রকাশকদের একটি বড় নৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে আর তা হলো নবীন লেখকদের মানসম্মত পুস্তক প্রকাশনা, বিপণন, প্রচার ও প্রসারে আন্তরিক সহযোগিতা করা। তাহলে তাঁদের মধ্য থেকেই উঠে আসবে আগামী দিনের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, জসীমউদ্‌দীন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। একুশে গ্রন্থমেলার একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো—এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থানুরাগী তরুণ-তরুণীর সমাগম ঘটে। তারা ঘুরে ঘুরে তাদের পছন্দের বইগুলো কেনে।

দিন দিন লেখক, পাঠক, দর্শক ও প্রকাশক বেড়ে যাওয়ায় সময়ের দাবিতে এবার গ্রন্থমেলার পরিসর বাড়ানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি শুভ উদ্যোগ। এই মহৎ উদ্যোগের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তাঁদের প্রতি অন্তহীন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ঢাকাকেন্দ্রিক হওয়ায় ঢাকাবাসী ক্রেতা, লেখক, দর্শক ও প্রকাশকরা এর সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করতে পারছেন। অবশ্য গ্রন্থানুরাগী অনেক পাঠক শুধু গ্রন্থমেলাকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকেও ছুটে আসেন অমর একুশে গ্রন্থমেলায়। মহান ভাষা-আন্দোলনের এই মাসকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী একুশে গ্রন্থমেলাকে সম্প্রসারিত করা যায় কিনা সেটা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন। গ্রন্থমেলার আয়োজন হতে পারে জেলা অথবা বিভাগভিত্তিক। এই উদ্যোগের বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সমগ্র জাতি উপকৃত হবে। বই পড়ার সুযোগ বাড়ানোর জন্য গ্রন্থাগার একটি বড় মাধ্যম। বরেণ্য লেখক ও প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী এবং প্রথিতযশা অনেক লেখক তাই গ্রন্থাগারের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। বইমেলার মাধ্যমে সারা বছর বই পড়ার সুযোগ অব্যাহত রাখা যায়। প্রয়োজনে চাহিদার ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। যেন শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়ার সুযোগ পায়। আমাদের পাবলিক লাইব্রেরি ও অন্যান্য লাইব্রেরি সমৃদ্ধ এবং যুগোপযোগী করাও সময়ের দাবি। সামর্থ্য অনুযায়ী বই পড়ায় প্রযুক্তিগত সুযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। প্রত্যাশা করি—বই পড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের শুভবোধের উদয় হোক, সফল হোক অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৪।

ঢাকা